بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৮ অক্টোবর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৮ অক্টোবর ২০১১-এর (২৮ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লা যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জামাতকে তিনি পূর্ববর্তীদের (সাহাবীদের) সাথে সম্পৃক্ত হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন যা কোন সাধারণ সম্মান নয়। এটি কোন সাধারণ জামাত নয়। সহস্র সহস্র এবং লক্ষ-লক্ষ সৎ প্রকৃতির মুসলমান এই যুগ পাবার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতএব আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সাথে সম্পর্কের দাবী করে, সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে অনুসারে পূর্ববর্তীরা জীবন যাপন করেছেন।

তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর উম্মতভূক্ত হয়েছেন এবং তাঁর সুশিক্ষার প্রভাবে আল্লাহ্ তা’লার সাথে এমন দৃঢ় বন্ধন গড়েছেন যে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা’লা বলেন, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ (সূরা আল্ বাকারা:২০৮)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরা নিজেদের প্রাণ বিক্রি করে দেয়।

তাঁরা খোদা তা’লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা’লার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করেছেন। নিজেদের জীবনকে কঠিন অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছেন আর এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করেন নি। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন আর আল্লাহ্ তা’লাও তাঁদেরকে অসীম দানে ভূষিত করেছেন। সাহাবাগণ (রা.) পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুসারে চলার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। বরং আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের বাসনা এত প্রবল ছিল যে, পুণ্য কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে তাঁরা মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করতেন। কতক আবার আগ্রহের আতিসহ্যে এত বেশি প্রশ্ন করতেন যে, অবশেষে আল্লাহ্ তা’লা এ বলে তাঁদের বারণ করেন, শরীয়ত অবতরণের সময় তোমরা প্রশ্ন করো না কেননা, তোমাদের কতক প্রশ্নের উত্তরে যদি নির্দেশ এসে যায় তাহলে

তোমরা কঠিন অবস্থায় নিপতিত হতে পার। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি বড়ই স্নেহশীল। স্বীয় দাসদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু, তাদের প্রতি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি দেন যা তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করে। সেই বান্দা যে খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তাঁর আদেশ-নিষেধ-মেনে চলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে— মহান আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি বিশেষভাবে স্নেহপরবশ হন। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী নিজ পরিবেশে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থল হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সব আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতিও দয়াসুলভ আচরণ করে থাকেন এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন।

অতএব এটি সেই সত্য ইসলাম যা খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে আবার বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। আর এই সত্য ইসলাম-ই সাহাবাগণ (রা.) পেয়েছেন এবং শিখেছেন, আর এর ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিখানোর জন্য এসেছেন। আমাদেরকে বলার জন্য এসেছেন। আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত করার জন্য এসেছেন।

কাজেই আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যা আমাদের আত্মবিশ্লেষণ এবং নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। সর্বপ্রথম আমি যে উদ্ধৃতিটি নিয়েছি তাতে তিনি (আ.) এ যুগের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এরপর তাঁর জামাতের (আদর্শ) কেমন হওয়া উচিত তা ব্যক্ত করেছেন। এ যুগের সাধারণ আলেম যারা তাঁকে গ্রহণ করে নি সে সব আলেম-উলামাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

'আমি লক্ষ্য করছি, এ যুগে আলেম-উলামার অবস্থা অনেকটা لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ এর অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা সে কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা বাস্তবায়ন কর না? বর্তমানে আলেমদের দশা এমনই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, **এদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এ কথার প্রতিফলন দেখা যায়। কুরআন শরীফের প্রতি কেবল মৌখীক ঈমানটিই অবশিষ্ট আছে বাস্তবে পবিত্র কুরআনের অনুশাসনের গন্ডি থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। হাদীস শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, এমন এক যুগ আসার কথা যখন কুরআন শরীফ আকাশে চলে যাবে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এটিই সেই যুগ। কোথায় সেই প্রকৃত পবিত্রতা ও তাক্বওয়া যা কুরআন শরীফের শিক্ষা বাস্তবায়ন করলে লাভ হয়? অবস্থা যদি সত্যিই এমনটি না হতো তাহলে খোদা তা'লা কেনই বা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করলেন? আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কিন্তু তারা অবশেষে আমাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হতে দেখবে। খোদা তা'লা নিজে এমন একটি জামাত গঠন করছেন যারা কুরআন শরীফের মান্যকারী হবে'**। লক্ষ্য করুন, তিনি এ স্থলে জামাতের উপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। জামাত পবিত্র কুরআনের মান্যকারী হবে, এটিই তাঁর প্রত্যাশা। পবিত্র কুরআনকে মান্য করা বলতে কেবল একটি গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনা বুঝায় না বরং এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর বাস্তবায়ন করা বুঝায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'সব ধরনের মিশ্রণ বা ভেজাল এর মাঝ থেকে বের করে দেয়া হবে'**। সর্ব প্রকার মিশ্রণ অর্থাৎ পার্থিবতার মিশ্রণ বের করে দেয়া

হবে। আমাদেরকে নিজেদের বেলায় এটি যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। **'আর নিষ্ঠাবানদের একটি দল সৃষ্টি করা হবে এবং এটি হচ্ছে সেই জামাত। কাজেই আমি তোমাদেরকে তাগাদা দিয়ে বলছি, তোমরা খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চল আর নিজেদের জীবনধারায় এমন পরিবর্তন সাধন কর যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম সাধন করেছিলেন। তোমাদের আচরণ দেখে কেউ হোঁচট খাবে, এমনটি যেন না হয়'**। প্রত্যেককে অর্থাৎ প্রত্যেক আহমদীকে আদর্শ হতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'হ্যাঁ, আমি আরও বলছি, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, মিথ্যারোপ ও মিথ্যাচারকে বর্জন করা। অতএব তোমরা লক্ষ্য কর এবং নবুয়তের মানদন্ডে এই জামাতকে যাচাই কর'**। নবুয়তের পদ্ধতিতে যে জামাত পরিচালিত হয়েছে আর নবুয়ত যেভাবে তোমাদের পরিচালিত করতে চায় সেভাবে চল। **'আমি জানি, যখন খোদা তা'লার অনুগ্রহে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন একদিকে যেমন উপকারী সব গাছপালা ও উদ্ভিদ উদ্গত হয় একই সাথে সেখানে ক্ষতিকর আগাছাও গজায়'**। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কিছু সংখ্যক এমন মানুষও মাথাচাড়া দেবে যারা ভুল ও বিভ্রান্তিকর দাবী উপস্থাপন করবে। যাহোক, এরপর তিনি বলেছেন, **'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে, এ সময় খোদা তা'লার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করা'**। অর্থাৎ যে সব কাজ রয়েছে সেগুলো যেন পূর্ণ হয় আর যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন তা যেন সাধিত হয়। **'আর এর জন্য দোয়ায় রত থাকা। এই জামাতের ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস-ভিত্তিক দলিল প্রমাণের ওপর রচিত। আবার এই জামাতের সমর্থন ও সত্যায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাবলীর একটি সিল মোহর আমাদেরকে প্রদান করেছেন'**। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশের জন্য যেসব স্বর্গীয় ও পার্থিব নিদর্শন দান করেছেন, সমস্ত মানবজাতির জন্য এগুলো তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'ভালভাবে মনে রাখবে, যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয় তাঁকে একটি সিল মোহর প্রদান করা হয় আর সেই সিল মোহরটি মুহাম্মদী সিল মোহর যেটিকে অপরিনামদর্শী বিরুদ্ধবাদীরা বুঝতে পারেনি'**।

এখন, এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পর যিনিই আসবেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণেই আসবেন। তাঁরই সিল মোহরের অধীনে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু লোকেরা তা বুঝে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'তোমরা উত্তম আদর্শ দেখাও যেন পৃথিবীবাসী বুঝতে পারে, খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনকারী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, **'হে আমার জামাত! খোদা তা'লা তোমাদের সহায় হোন। সর্বশক্তিমান, মহাসম্মানিত খোদা পরকালের সফরের জন্য তোমাদের সেভাবে প্রস্তুত করুন যেভাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাহাবীদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভালো ভাবে স্মরণ রেখো! এই পার্থিব জীবনের কোন মূল্য নেই। সে জীবন অভিশপ্ত যা কেবল এ পৃথিবীর জন্য নিবেদিত এবং হতভাগা সে, যার সব দুঃখ-বেদনা (চিন্তা-ভাবনা) শুধু এ জগতকে কেন্দ্র করে। এমন কোন ব্যক্তি যদি আমার জামাতে থেকে থাকে তবে সে বৃথা নিজেকে আমার জামাতের অন্তর্ভূক্ত মনে করে। কেননা সে শুকনো ডালের মত যাতে কোন ফল ধরবে না'**।

এরপর আমাদের সংশোধন ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার যথাযথ রীতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **‘আমার মতে পবিত্র হবার এটিই সবচে উত্তম পদ্ধতি আর এর চাইতে উত্তম অন্য কোন পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা হলো মানুষ যেন জ্ঞান, বংশ ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ অহংকার না করে।’**

অর্থাৎ এ ধরনের অহংকার মানুষের মাঝে সাধারণত দেখা যায়। কারো মাঝে জ্ঞানের অহংকার রয়েছে, কারো বংশের আর কারো রয়েছে অর্থ-সম্পদের গরিমা। তিনি (আ.) বলেন, **‘কোন ধরনের অহংকার করা যাবে না। আল্লাহ্ যখন কাউকে চোখ** (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি) **দান করেন তখন সে সেই আলো দেখতে পায় যা এসব অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে আর তা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়। আর মানুষ সর্বদাই এ আলোর মুখাপেক্ষী। সূর্যের আলো আকাশ থেকে না আসা পর্যন্ত চোখও দেখতে পায় না। ঠিক এভাবেই আধ্যাত্মিক জ্যোতি আকাশ থেকে এসে থাকে যা সব ধরনের অন্ধকার দূরীভূত করে এবং তাক্বওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি মানুষের তাক্বওয়া, ঈমান, ইবাদত এবং পবিত্রতা সবই আকাশ** (অর্থাৎ খোদার পক্ষ হতে) **থেকে আসে। আর এটিও খোদার কৃপার ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে একে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন অথবা দূর করে দিতে পারেন’**।

বুঝা গেল, সকল অনুগ্রহ বা দান আল্লাহ্ তা’লারই আর তা কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ চাইলে তা বলবৎ রাখেন নচেৎ প্রত্যাহার করেন। তাহলে এসবের জন্য অহংকার কেন? কারো নিজের তাক্বওয়া, ঈমান, ইবাদত, দোয়া ও পবিত্রতা নিয়ে গর্ব থাকা উচিত নয়। অনুরূপভাবে যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে জাগতিক বিষয়েও গর্ব করা উচিত নয়। সব কিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসে থাকে এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবত থাকা উচিৎ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **‘অতএব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলো নিজেকে নির্বোধ ও অর্থহীন জ্ঞান করা’**। অর্থাৎ তার যেন কোন অস্তিত্বই নেই আর কোন গুরুত্বও নেই। **‘খোদার দরবারে নতজানু হয়ে সবিনয়ে ও সকাতরে তাঁর আশিস অন্বেষণ করা। তাঁর সেই তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি যাচনা করা যা প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ভস্মীভূত করে দেয় এবং হৃদয়ে এক জ্যোতি এবং পুণ্য কর্মের জন্য শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরপর যদি সে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে অংশ পায় এবং কোন সময় তার মন খুলে’** অর্থাৎ হৃদয় আলোকিত হয় ও দোয়া গৃহীত হয় এবং কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয়। **‘এতে অহংকার ও গর্ব করা উচিত নয় বরং বিনয়ের ক্ষেত্রে তার আরো উন্নতি লাভ করা উচিত’**। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র আশিসের দ্বার উন্মুক্ত হয়, দ্বার খুলে যায় এবং সে অনুভব করে যে খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে তখন অধিক বিনয় প্রকাশ পাওয়া উচিত। **‘কেননা সে নিজেকে যতটা অর্থহীন মনে করবে সে অনুপাতে বিশেষ আধ্যাত্মিক আস্বাদ ও খোদার জ্যোতি অবতীর্ণ হবে যা তাকে আলোকিত করবে ও শক্তি যোগাবে। মানুষ যদি এমন বিশ্বাস রাখে তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহর কৃপায় তার চারিত্রিক অবস্থা শুধরে যাবে। পৃথিবীতে নিজেকে কিছু একটা মনে করাও অহংকার। এরপর মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যকে অভিশাপ দেয় এবং তাকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করে’**। অর্থাৎ যখন অহংকার হৃদয়ে দানা বাঁধে তখন তার কাছে অন্যের কোন মূল্যই থাকে না। অতএব আমি যেমন বলেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই খতিয়ে দেখা উচিৎ, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত এই সুন্দর পথে চলার চেষ্টা করছি কি?

পুনরায় একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **‘লক্ষ্মীরা! তোমরা গভীর আগ্রহের সাথে সেই শিক্ষার গন্ডিতে প্রবেশ কর যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং আকশ বা পৃথিবীর কাউকে তাঁর অংশীদার স্থির করো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপকরণ ব্যবহার করতে বারণ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল উপায় উপকরণের উপরই নির্ভর করে সে অংশীবাদী। আদিকাল থেকে খোদা বলে এসেছেন, পবিত্রচেতা না হলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমরা পবিত্রচেতা হয়ে যাও এবং নিজেদের প্রবৃত্তিগত বিদ্বেষ ও ক্রোধ পরিহার কর’**। অর্থাৎ এই বিদ্বেষ এবং ক্রোধও মানুষকে খেয়ে ফেলে, তার চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, **‘বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে পৃথক হয়ে যাও। মানুষের অবাধ্য আত্মায়’** অর্থাৎ মন্দকর্মে উৎসাহ দাতা প্রবৃত্তি **‘অনেক প্রকার নোংরামী থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় নোংরামী হলো অহংকার। অহংকার সবচেয়ে বড় নোংরামী ও পাপ। যদি অহংকার না হত তাহলে কেউ কাফির হতো না। কাজেই তোমরা নির্বিবাদী হয়ে যাও। মোটের উপর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। যেখানে তোমরা তাদেরকে বেহেশ্‌ত পাইয়ে দেবার কথা বলে থাক’**। আমাদের আলেমগণ এবং তবলীগকারীরা নিজেদেরকে ধমসেবার জন্য উপস্থাপন করে থাকেন। বড় বড় সেবাকাজে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিগত বিষয় যখন আসে তখন সব নীতিবাক্য ভুলে যায়। অনেক সময় অহংকার বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তার ‘অহমিকা’ মাথা চাড়া দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **‘তোমরা যে বেহেশ্‌ত পাইয়ে দেয়ার সদুপদেশ দিয়ে থাক- তোমাদের এমন উপদেশ কী করে সঠিক হতে পারে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের অহিতাকাঙ্ক্ষী হও’**। অর্থাৎ যখন ব্যক্তিগত বিষয় সামনে আসে তখন যদি হিতাকাঙ্ক্ষার চেতনা উবে যায় বরং মন্দ আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দেয়**...**। **‘খোদা তা’লা কর্তৃক অর্পিত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী ভীতিসহকারে পালন কর কেননা, তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা যেসব কর্তব্য পালন অত্যাবশ্যকীয় করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এ জন্য মনে ভয় থাকা চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, **‘নামাযে অনেক বেশী দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন আর তোমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেন। কারণ মানুষ বড়ই দুর্বল। প্রত্যেক পাপ যা দূরিভূত হয় তা কেবল আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তির বলেই দূরিভূত হয়। মানুষ খোদা থেকে শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত কোন পাপ দূর করতে সক্ষম হতে পারে না। কেবল প্রথাগত ভাবে কালেমা পাঠকারী আখ্যায়িত হবার নামই ইসলাম নয়। বরং প্রকৃত ইসলাম হলো, খোদার আস্তানায় তোমাদের আত্মার লুটিয়ে পড়া; সকল অর্থে জাগতিকতার ওপর খোদা ও তাঁর নির্দেশ সমূহের অগ্রাধিকার পাওয়া’**।

আজকাল প্রত্যেক আহমদীকে বিশেষভাবে নিজের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যেন আমরা বেশি বেশি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি লাভ করতে পারি।

তিনি (আ.) বলেছেন, **‘হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চয় জেনো, যুগ সমাপ্তপ্রায় এবং একটি সুস্পষ্ট বিপ্লব প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়ো না, সত্ত্বর সততার পরম মার্গে পৌঁছো’**। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এটি, সততা অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা হচ্ছে, বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর ইবাদত করা। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা’লার

দু’টোই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান যা কিনা হাকুকুল্লাহ্- এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার বা হাকুকুল ইবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাদের মাঝে সততা ও ন্যায় পরায়ণতা থাকা উচিত। জামাতী খিদমত, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরলতা ও সততা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ‘পবিত্র কুরআনকে তোমাদের পথের দিশারী বানাও এবং সকল বিষয়ে এথেকে তোমরা আলো গ্রহণ করো। আর হাদীসকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পরিহার করবে না কারণ এগুলো অনেক কাজের জিনিষ এবং অনেক কষ্টে এর ভান্ডার গড়ে উঠেছে। কিন্তু হাদীসের কোন কথা যদি কুরআনের ঘটনাবলীর সাথে বিরোধ রাখে তাহলে এমন হাদীসকে পরিত্যাগ কর, যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় নিপতিত না হও। পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্ তা’লা অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কাজেই এ পবিত্র বাণীর যথাযথ মূল্যায়ণ করো। কোন বস্তুকে এর ওপর প্রাধান্য দিবে না। কেননা সকল প্রকার সদাচরণ ও সততা এর ওপরই নির্ভরশীল’। অর্থাৎ সততা ও সদাচরণের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাতেই নিহিত। **‘তত্ত্বজ্ঞান ও তাক্বওয়ার প্রতি যতটা একজন মানুষের বিশ্বাস থাকবে সেই অনুপাতে ঐ ব্যক্তির কথা মানুষের মনে প্রভাব ফেলবে’**। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাভীতি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় আমাদের কথায়ও প্রভাব পড়বে।

এরপর আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে তিনি (আ.) বলেন, **‘নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখ! যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ উন্নত এবং যারা ধনাঢ্য ও সম্পদশালী কেবল তারাই আল্লাহ্ তা’লার প্রিয় নয় বরং প্রিয় তারা– যারা ধর্মীয় বিষয়কে পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায়। কাজেই তোমরা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হও পূর্বোক্ত বিষয়ের প্রতি নয়’**। অর্থাৎ পার্থিবতার মোহে আকৃষ্ট হয়ো না বরং ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দাও। যদিও তাঁর সময় জামাতের সদস্যদের মাঝে প্রভূত পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তথাপি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **জামাতের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমি গভীর ভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হই। কেননা, অবস্থা এখনো অনেক দুর্বল এবং এক্ষেত্রে এখনো অনেক পথ পাড়ি দেয়া বাকী আছে। কিন্তু যখন আমি, আমাকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন আমার মনোবেদনা আশায় বদলে যায়। তাঁর প্রতিশ্রুতি সমূহের মাঝে এটিও একটি ,** وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (সূরা আলে ইমরান:৫৬)’ **অর্থ:** যারা তোমার অনুসরণ করেছে তারা অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত-কাল পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে। সে সময়ই যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন দুঃচিন্তা থেকে থাকে এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন তবে, এতকাল পর এখন আমাদের আরো অধিক চিন্তিত হওয়া উচিত। কোথাও আবার কালের ব্যবধানে আমাদের অবস্থার অবনতি না ঘটে। কাজেই অনেক ভাবা উচিত এবং অনেক বেশি আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। **‘এ কথা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদেরকে আমার অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করবেন কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, কেবল আমার হাতে বয়আত করলেই কোন ব্যক্তি অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হয় না। নিজের মাঝে অনুসরণের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সে অনুসারীদের দলভূক্ত হতে পারে না। আনুগত্য শব্দটি ততক্ষণ প্রজোয্য হতে পারে না যতক্ষণ পূর্ণ আনুগত্য না করবে অর্থাৎ এমন আনুগত্যে বিলীন বা**

আত্মবিলীনতার গুণে গুণান্বিত হয়ে সে পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে’। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **‘এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা’লা আমার জন্য এমন একটি জামাত নির্ধারণ করে রেখেছেন যা আমার আনুগত্যে বিলীন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করবে। এতে আমি আশ্বস্ত হই এবং আমার কষ্ট আশায় রূপান্তরিত হয়’**।

তিনি (আ.) বলেন, **‘আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতির প্রতি আমার দৃষ্টি রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্-ই আমার প্রশান্তি ও সান্ত্বনার বিধান করেন। জামাত যখন দুর্বল এবং অনেক তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এমতাবস্থায়, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যেন তোমরা আল্লাহ্র সাথে অটুট সম্পর্ক বন্ধন রচনা করো এবং তাঁকেই প্রাধান্য দাও। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জামাতকে আদর্শ জ্ঞান করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর’**।

তিনি (আ.) ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদীর ওপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে বলেন, **‘স্মরণ রাখবে, জামাতে অন্তর্ভূক্ত কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব রীতিনীতিই অনুসরণ করে, তবে খোদা তা’লার দৃষ্টিতে সে এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। খোদা তা’লার দৃষ্টিতে সে-ই এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত যে জগত-বিমুখ। কেউ এমনটি মনে করবেন না যে, আমি এমন ধারণার কারণে ধ্বংস হয়ে যাব। এরূপ ধারণা খোদাপ্রাপ্তির পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে খোদা তা’লার হয়ে যায় খোদা এরূপ ব্যক্তিকে কখনো বিনষ্ট করেন না। বরং খোদা স্বয়ং তাঁর অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা’লা পরম দয়ালু, অতএব যে ব্যক্তি তাঁর পথে কিছু হারায় সে-ই কিছু পায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, খোদা তাদেরকেই ভালবাসেন এবং তাদের সন্তানরাই কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকে যারা খোদা তা’লার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। কেউ আল্লাহ্ তা’লার সত্যিকার আজ্ঞাবহ অথচ তাদের সন্তানরা বিনষ্ট হয়ে গেছে এমনটি কখনো হয়নি আর হবেও না। কেবল ঐসব লোকদের ইহজীবন ধ্বংস হয় যারা খোদা তা’লাকে পরিত্যাগ করে এবং পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন হয়। একথা কি সত্য নয় যে, সব কিছুর লাগাম আল্লাহ্ তা’লার হাতে? তিনি ব্যতীত কোন মামলা জয় করা সম্ভব নয় এবং কোন সাফল্য আসতে পারে না, কোন ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দও লাভ হতে পারে না। সম্পদ থাকতে পারে কিন্তু কে বলতে পারে, মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদ অবশ্যই তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের কাজে আসবে? এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর এবং নিজেদের মাঝে এক নব পরিবর্তন সাধন কর’**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **‘তোমরা যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত, স্মরণ রেখ! প্রত্যেকের সাথে তোমরা সহমর্মিতার আচরণ করবে, তা সে যে ধর্মের-ই হোক না কেন। সকল বৈষম্যের ঊর্ধ্বে থেকে প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ কর কেননা এটিই কুরআনের শিক্ষা।** وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌র-৯) **অর্থ: এবং তারা এতিম, অভাবী এবং বন্দীদেরকে স্ব-প্রণোদিত হয়ে খাবার খাওয়ায়’**।

[মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর যুগে] যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসতো তাদের অধিকাংশ-ই ছিল অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের পরম সহানুভূতি দেখুন! আমার মতে পূর্ণ নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মে নাই।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **‘যখন আমি আরোগ্য লাভ করবো** (তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন) **নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করব’**। যাহোক, তিনি (আ.) আরও বলেন, **‘আমি, এতে আমার আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে চাই যেন আমার জামাতের জন্য একটি উৎকর্ষ শিক্ষামালা**

সাব্যস্ত হয় আর যেন এতে আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টির পথগুলো বিধৃত হয়। আমি অনেক দুঃখিত হই যখন প্রায়শঃই দেখি বা শুনি যে, কারো দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে বা কারো দ্বারা ঐ কাজ। এসব কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমি জামাতকে এখনও সেই শিশুর ন্যায় দেখছি যে দু’পা হাটতে গিয়ে চার বার পড়ে যায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, খোদা তা’লা এ জামাতকে উৎকর্ষতা দান করবেন। তাই তোমরাও চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম এবং দোয়ায় রত থাক যেন খোদা তা’লা অনুগ্রহ করেন, কেননা তাঁর অনুগ্রহ বিনে কিছুই সম্ভব নয়। যখন তাঁর অনুগ্রহবারি বর্ষিত হয় তখন তা সকল পথই উন্মুক্ত করে দেয়’।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ দোয়া ও দৃষ্টির কারণে আল্লাহ্ তা’লার অশেষ কৃপায় এই জামাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ পরিপক্কতা লাভ করেছে। সেই দোয়া ও আকাঙ্খাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও আল্লাহ্ তা’লা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর সাহাবীদের উত্তম আদর্শ দেখেছেন আর এ যুগেও আল্লাহ্ তা’লা তা পূর্ণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কালের প্রবাহে কতক পাপও শেকড় গজাচ্ছে। অহংকার, স্বার্থপরতা প্রভৃতির মত কতক ঘৃণ্য বিষয়ও কোন কোন স্থানে উল্লেযোগ্যভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে; যেমনটি কিনা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা-মোকাদ্দমা, ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা-বিদ্বেষ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অতএব কেউ যদি সত্যিকার অর্থেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অর্ন্তভূক্ত আখ্যায়িত হতে চায় তাহলে প্রতিনিয়ত নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের জ্ঞান যদি উপযুক্ত সময়ে আমাদের নৈতিক আদর্শ প্রকাশ না করে তাহলে এমন জ্ঞান দিয়ে কি লাভ? যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **‘তোমরা তবলীগ করে থাক, অন্যদের সদুপদেশ দাও কিন্তু যখন সময় আসে তখন তোমাদের ব্যবহারিক জীবনে তার ছাপ দেখা যায় না। তোমাদের নিজেদের অবস্থায় এর প্রতিফলন ঘটে না’**। অতএব কাজের জ্ঞান কেবল সেটিই যার প্রতিফলন নিজেদের ব্যবহারিক জীবনেও ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পারস্পারিক সম্পর্কের গন্ডিতে আমাদের ভেতর-বাহির এক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান নিরর্থক। বর্তমানে যখন কিনা জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধিতাও তুঙ্গে, তখন সর্বস্তরে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও কামনা-বাসনাকে পিছনে ফেলে ঐক্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **‘আল্লাহ তা’লা এই জামাতকে সাহাবীদের আদর্শে পরিচালিত করতে চান’**। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এর শক্তি ও সামর্থ দান করুন।

গত জুমুআয় সানী খুতবার সময় আমার কাশী কিছুটা দীর্ঘ হওয়ায় অনেকে বিচলিত হয়েছেন। অনেক ফ্যাক্স এবং চিঠিও এসেছে। আরব দেশসমূহ থেকেও এসেছে যে আমাদের জন্য আর অপেক্ষা (ধৈর্য ধারণ) করা সম্ভব নয়। এমন আরো অনেক দেশ থেকেও এসেছে। আর এর সাথে এত ব্যবস্থাপত্রও এসেছে, যদি আমি সবগুলো ব্যবহার করা আরম্ভ করি তাহলে হয়ত আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়বো। যাহোক, মানুষ তাদের পক্ষ থেকে নিজেদের আন্তরিক আবেগ প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ্ তা’লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। এই সকল ছোঁয়াচে রোগ ভাল হতে কিছুটা সময় লেগেই থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও হোমিও চিকিৎসা করছি এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারেও চিকিৎসা নিচ্ছি। আল্লাহ্ তা’লা কৃপা করুন। দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)